



MICROFINANCE INSTITUTIONS NETWORK

Media Coverage Report

Svatantra Microfin: A Ray of Hope for Aspiring Women Entrepreneurs in Tripura

Region: Tripura

Media Coverage Index

S. No.	Date	Publication Name	Edition
1.	25.10.2021	Jagran	Tripura
2.	25.10.2021	Rashtriya Kranti	Tripura
3.	25.10.2021	Rashtriya Kantho	Tripura
4.	25.10.2021	Kirat Barta	Tripura
5.	25.10.2021	Tripura Darpan	Tripura
6.	25.10.2021	Tripura Sundari	Tripura
7.	24.10.2021	Tripura Times	Tripura
8.	24.10.2021	Tripura Observer	Tripura

Publication	Jagran
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	05

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিনান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় পবিত্রসারি মলসমের। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন

চলাকালীন যখন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে উঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী থামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনমাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়ে ননি। দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে। আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিনান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

Publication	Rashtriya Kranti
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	05

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় পবিত্রসারি মলসমের। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন যখন

কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে উঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী গ্রামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনমাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়েননি।

দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে। আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

Publication	Rashtriya Kantho
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	04

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় পবিত্রসারি মলসমের। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন যখন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে ওঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী গ্রামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়েননি। দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে। আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

Publication	Kirat Barta
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	02

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় পবিত্রসারি মলসমের। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর

আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন যখন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে ওঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয়

করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী গ্রামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার

■ স্তম্ভ ৩-এর পাতায় দেখুন

Publication	Tripura Darpan
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	04

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স

দর্পণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড়মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় তার। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন সময়ে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে ওঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন

পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী গ্রামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিন মাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়ে ননি। দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে। আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

Publication	Tripura Sundari
Edition	Tripura
Date	October 25, 2021
Page No.	06

স্বনির্ভরের লক্ষ্যে মহিলাদের পাশে স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স

দর্পণ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। স্বনির্ভর পরিবার গড়ে তুলতে মহিলাদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করছে মাইক্রোফিন্যান্স। রাজ্যেও স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সহযোগিতায় উপকৃত হচ্ছে বহু মহিলা এবং তাদের পরিবার। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ বড় মুড়ার স্থায়ী বাসিন্দা পবিত্রসারি মলসমের কথা বলা হয়। খুব কম বয়সেই বিয়ে হয় তার। তার স্বামী কারখানায় কাজ করতো। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর করে সংসার চলত। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন সময়ে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারায় তার স্বামী। আর্থিক সমস্যায় দিশেহারা হয়ে ওঠে পরিবার। প্রতিবেশী মহিলার সহযোগিতায় যোগাযোগ করেন স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর সঙ্গে। সেখান থেকে ৪০,৮৬৭ টাকা ঋণ নেন

পবিত্রসারি মলসম। ২০,০০০ টাকার মুদির দোকানের সামগ্রী ক্রয় করেন এবং বাকি টাকা ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য খরচের জন্য রেখে ব্যবসা শুরু করেন। গ্রাহক ধরে রাখার জন্য, তার স্বামী থামে হোম-ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তিন মাসের মধ্যে, তার ব্যবসার উন্নতি হয় এবং তিনি তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি খুশি বোধ করেন যখন তার পরিবার গুরুতর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তিনি হাল ছাড়ে ননি। দোকানটি এখন পরিবারের আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হয়ে উঠেছে। আর্থিক সমস্যার সমাধানে এবং ব্যবসা বৃদ্ধির সহযোগিতার জন্য স্বতন্ত্র মাইক্রোফিন্যান্স এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান পবিত্রসারি।

Publication	Tripura Times
Edition	Tripura
Date	October 24, 2021
Page No.	05

Svatantra Microfin

A Ray of Hope for Aspiring Women Entrepreneurs in Tripura

Times News

Agartala, Oct 23: Microfinance has been an effective mechanism in providing financial support to women entrepreneurs across the country. It has played an essential role in improving the lives of many aspiring women in Tripura by helping them become independent.

The entrepreneurial journey of Pabitrasari Molsom, a resident of South Baramura, Tripura, has been an inspiring story to other women in her neighbourhood. Her story of courage and determination took her a long way from pushing her family from poverty to financial stability.

Pabitrasari Molsom was married off at a very early age. Her husband was a factory worker and earned a minimalistic salary which

was insufficient to support the basic needs of the family. In 2020, the lockdown resulted in a sudden shutdown of the factory. This left Pabitrasari's husband jobless. Expenses were rising, debts were high, and financial crisis had made their survival difficult.

To support her family grief situation, she decided to step out of her house and open a small grocery shop in the local market. While Pabitrasari was exploring avenues as a solution to her problem, she was introduced to a nearby Self-Help Group by one of her neighbours. Understanding the financial support needed for her business, Svatantra Micro fin instantly offered a microfinance loan amount of Rs 40,867, from which she

spent Rs 20,000 in buying grocery items and setting up the shop and the remaining amount was used for the monthly rent expenses.

To ensure customer retention, her husband decided to introduce home-delivery services in the village. Within three months, her business flourished, and she was able to improve the economic condition of her family. She feels happy she didn't give up when her family was facing serious financial crisis. The shop has now become a steady source of income for the family.

Pabitrasari says "I would like to extend my gratitude to SvatantraMicrofin for being a constant companion in the growth and development of my business."

Publication	Tripura Observer
Edition	Tripura
Date	October 24, 2021
Page No.	03

Svatantra Microfin

A ray of hope for aspiring women entrepreneurs

By Our Reporter

Agartala: Oct 23. Microfinance has been an effective mechanism in providing financial support to women entrepreneurs across the country. It has played an essential role in improving the lives of many aspiring women in Tripura by helping them become independent. The entrepreneurial journey of Pabitrasari Molsom, a resident of South Baramura, Tripura, has been an inspiring story to other women in her neighbourhood. Her story of courage and determination took her a long way from pushing her family from poverty to financial stability.

Pabitrasari Molsom was married off at a very early age. Her husband was a factory

worker and earned a minimalistic salary which was insufficient to support the basic needs of the family. In 2020, the lockdown resulted in a sudden shutdown of the factory. This left Pabitrasari's husband jobless. Expenses were rising, debts were high, and financial crisis had made their survival difficult.

To support her family grief situation, she decided to step out of her house and open a small grocery shop in the local market. While Pabitrasari was exploring avenues as a solution to her problem, she was introduced to a nearby Self-Help Group by one of her neighbours. Understanding the financial support needed for her business, Svatantra Microfin instantly offered a microfinance loan amount of

Rs 40,867, from which she spent Rs 20,000 in buying grocery items and setting up the shop and the remaining amount was used for the monthly rent expenses.

To ensure customer retention, her husband decided to introduce home-delivery services in the village. Within three months, her business flourished, and she was able to improve the economic condition of her family. She feels happy she didn't give up when her family was facing serious financial crisis. The shop has now become a steady source of income for the family. Pabitrasari says "I would like to extend my gratitude to Svatantra Microfin for being a constant companion in the growth and development of my business